মন্ত্রীর সঙ্গে বুথে ঢুকে মস্তানি উপাচার্যের গাড়িচালকের

শিলিগুড়ি, ১৫ মে ঃ পঞ্চায়েত ভোটের দিন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে বুথে ঢুকে দাদাগিরি করায় নাম জড়াল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাড়িচালকের। বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক কর্মী হয়ে তিনি নিয়ম ভেঙে মন্ত্রীর গাড়ি চালিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক মহলেও কথা উঠেছে। এই ঘটনায় উপাচার্যের পদের মর্যাদাহানি হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা। তবে, অভিযুক্ত গাড়িচালক প্রদীপ গোয়ালা বলেছেন, ‘মন্ত্রীকে তো না বলা যায় না। তিনি বলাতেই তাঁর গাড়ি চালিয়েছি। তাঁর সঙ্গেই বুথে গিয়েছিলাম।’ খোদ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মনে করছেন, তিনি মন্ত্রী বলে তাঁর গাড়ি চালানো সরকারি কাজের মধ্যেই পড়ে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই।

সোমবার কোচবিহারের ডাউয়াগুড়িতে বুথে ঢুকে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে চড় মারেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সেই ছবি। রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ওইদিন যে গাড়িতে চেপে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বুথে গিয়েছিলেন সেই গাড়ির চালক ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাড়ির চালক প্রদীপ গোয়ালা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তারা বলছেন, ‘আইনত ওই কর্মী বাইরে গিয়ে গাড়ি চালাতে পারেন না। নৈতিকভাবেও সেই কাজ করা উচিত নয়।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন, ‘উপাচার্যের পদটি অত্যন্ত সম্মানের। তাঁর গাড়ির চালক মন্ত্রীর সঙ্গে বুথে ঢুকে দাদাগিরিতে যুক্ত হয়েছে, এটা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অসম্মানের। মন্ত্রীরও বিষয়টিতে দায়িত্ববান হওয়া উচিত ছিল।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ এক প্রশাসনিক কর্তা বলেন, ‘কোন দল ভোটে জিতবে বা হারবে তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। তবে রাজ্যজুড়ে যে ঘটনার নিন্দা হচ্ছে সেই ঘটনার সঙ্গে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মীর নাম উঠে এসেছে, এটা আমাদের কাছে লজ্জার। ওই কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভেঙে মন্ত্রীর গাড়ি চালিয়েছেন। ছুটিতে থাকলেও তিনি এভাবে অন্যত্র গাড়ি চালাতে পারেন না।’

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ‘উপাচার্যের গাড়ির চালক মন্ত্রীর শাগরেদ হয়ে বেআইনি কাজ করেছেন। আমরা গোটা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানাচ্ছি। অবিলম্বে ওই চালককে বহিষ্কার করা দরকার। নির্বাচনি বিধি ভাঙায় তাঁকে গ্রেফতার করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা না নিলে আমরা আইনি পদক্ষেপ করব।’ প্রদীপ বলেন, ‘আমি কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছি। মাঝে মাঝেই মন্ত্রীর গাড়ি চালাই। উনি বলেছিলেন তাই গিয়েছি। তাঁকে তো আর না বলা যাবে না।’ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমার চালক ছুটিতে আছেন বলেই জানি। তবে ওই বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। আমি কিছু বলতে চাই না।’ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘ওই চালক কোনো অন্যায় কাজ করেনি। মন্ত্রীর গাড়ি চালিয়েছে। সেটা কোনো অন্যায় নয়। ও সরকারি কাজ করেছে। তাছাড়া কে আমার গাড়ি চালাচ্ছে না চালাচ্ছে সেটা নিয়ে অন্যের মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই।’

দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটের বলি ৩

মৃত্যু হল সংঘর্ষে জখম তৃণমূল নেতার

তপন, ১৫ মে ঃ ভোট চলাকালীন সংঘর্ষে আহত তৃণমূল নেতার মৃত্যু হল মালদা মেডিকেলে। ওই তৃণমূল নেতার নাম জিল্লুর রহমান (৫২)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের মাঝিখণ্ডা দুর্গাপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জিল্লুর রহমান ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বাচ্চু হাঁসদার অনুগামী। এই ঘটনায় অভিযোগের তির আরএসপির দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আরএসপি নেতৃত্ব। অভিযোগ, পালটা অভিযোগ থাকলেও এই ঘটনা নিয়ে খবর লেখা পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে। সব মিলিয়েই দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটের বলি তিন।

তপন ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি তথা জেলাপরিষদের প্রার্থী আমজাদ মণ্ডলের অভিযোগ, দুর্গাপুর ১৫ নম্বর বুথে আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে একদল আরএসপি কর্মী–সমর্থক বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল। আমাদের কর্মী–সমর্থকরা প্রতিবাদ করলে তাঁদের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে চড়াও হয়। গুরুতরভাবে জখম হন জিল্লুর রহমান। তাঁকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কলকাতা যাওয়ার পথে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করে আরএসপি নেতা বিমল তরফদার বলেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে আরএসপি কর্মী–সমর্থকরা কোনোমতেই যুক্ত নয়। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল।’ এদিন আরএসপি কর্মীদের বাড়িতে তৃণমূলিরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে তপন থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। বালুরঘাট থেকেও পুলিশ আসে দুর্গাপুর গ্রামে। খবর লেখা পর্যন্ত তপন থানায় এনিয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ হয়নি। রবিবার রাতে তপন ব্লকের গুড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের গুড়াইল গ্রামে বোমা ফেটে মৃত্যু হয় তৃণমূল কর্মী মহিউদ্দিন মণ্ডল (৫৫)। এদিনও গুড়াইল গ্রামের পরিবেশ ছিল থমথমে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়ার আর্জি দুই চিকিৎসকের

জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ দুই চিকিৎসককে কর্মস্থলে হেনস্তা করা হচ্ছে। এই মর্মে জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নিলে ওই দুই চিকিৎসককে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়ে দিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি শাখা।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে মালবাজার ব্লকের দক্ষিণ হাঁসখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ শুভজিৎ মল্লিককে হেনস্তা করে কিছু লোক। তারা একটি শিশুকে চিকিৎসার জন্য সকাল ৮টায় নিয়ে আসে চিকিৎসকের কোয়ার্টারে। তারা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে এবং তাঁকে গালিগালাজও করে। ডাঃ মল্লিক তাদের বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তিনি সেখানে গিয়েই শিশুটিকে দেখবেন। কিন্তু সেসব না শুনেই তাঁকে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওই চিকিৎসকের। ডাঃ মল্লিক জানান, গত মাসেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়েও কিছু লোক তাঁর কোয়ার্টারে ঢুকে তাঁকে শারীরিক হেনস্তা, গালিগালাজ করে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করে। এইসব ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। তাই তিনি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা, প্রশাসন এবং আইএমএ–র কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়তে চাইছেন।

প্রায় একই ধরনের অভিযোগ করেছেন বেলাকোবার বড়বাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ কুমার। সোমবার সকালে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে রেফার করেন ডাঃ কুমার। রোগীর আত্মীয়রা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার চায়। কিন্তু সিলিন্ডার কম থাকায় ডাঃ কুমার তা দিতে চাননি। তাঁর অভিযোগ, এর পরেই তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বের করে দেয় ওই রোগীর পরিজনরা। জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক জগন্নাথ সরকার বলেন, সব জানিয়ে জেলাশাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওই দুই চিকিৎসক আর সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে থাকতে চাইছেন না।

মিলল মুখ্যমন্ত্রীর মানপত্র

নাগরাকাটা, ১৫ মে ঃ আইএসসি (দ্বাদশ) ও আইসিএসই (দশম) পরীক্ষায় নজরকাড়া ফলের উপহার হিসেবে উত্তরবঙ্গের দুই কৃতী ছাত্রের জন্য মানপত্র পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিরা আইএসসিতে উত্তরবঙ্গের সেরা তথা দেশে তৃতীয় স্থানাধিকারী আমন চৌধুরির শিলিগুড়ির তিনমাইল এলাকার বাড়িতে গিয়ে তার হাতে মানপত্র তুলে দেন। আমন ডন বসকো স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল। সে ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। জলপাইগুড়ি সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুখদেব নন্দী, রাজা দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির জ্যোতিনগর সেন্ট মাইকেলস স্কুলের ছাত্র অপূর্ব আগরওয়াল আইসিএসইতে উত্তরবঙ্গের নিরিখে শীর্ষস্থান দখল করেছে। সে পেয়েছে ৯৮.৬ শতাংশ নম্বর। শিলিগুড়িতে না থাকায় এদিন তার স্কুলের অধ্যক্ষের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মানপত্র পাঠানোয় খুশি আমনের বাবা নরেশ চৌধুরি ও অপূর্বর বাবা সুনীল আগরওয়াল।

ভোটের জেরে দেড় কোটির ব্যবসা নষ্ট

ভোটের প্রভাবে বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। –সংবাদচিত্র

শালকুমারহাট ও শিলবাড়িহাট

শালকুমারহাট, ১৫ মে ঃ পঞ্চায়েত ভোটের জেরে আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের শালকুমারহাট ও পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটের ব্যবসা ব্যাপকভাবে মার খেয়েছে। পরপর বেশ কয়েকদিন এই দুই সাপ্তাহিক হাট মার খাওয়ায় কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর কোপ পড়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দুই হাট মিলিয়ে ইতিমধ্যেই প্রায় দেড় কোটি টাকার কেনাবেচা মার খেয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, ‘কমবেশি সবাই ভোটের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় ক্রেতারা হাটে আসেননি। বাধ্য হয়েই বিক্রেতারা দোকানপাট বন্ধ রাখেন। একদফায় না হয়ে ভোট যদি কয়েক দফায় হত তবে এতটা ক্ষতি হত না। ভোট একদফায় হওয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাইরের পাইকার, ব্যবসায়ীরা এখানে আসতে পারেননি। শালকুমারহাট ও শিলবাড়িহাট মিলে ইতিমধ্যে দেড় কোটি টাকার বেশি ব্যবসা মার খেয়েছে। ভোটের আগে–পরে কয়েকদিন পরিবহণ ব্যবসা মার খায়। বুধ ও বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট হাটগুলিতে আরও এককোটি টাকার ব্যবসা মার খেতে পারে।’

সোমবার ভোটের দিন আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ বাজার হিসাবে পরিচিত শালকুমারহাট অঘোষিত বন্‌ধের চেহারা নেয়। অতীতে কোনো হরতাল বা ধর্মঘটে এই হাট এতটা শুনসান হয়নি। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এই সাপ্তাহিক হাট বসে। সোমবার ভোট হওয়ায় হাট বসেনি, দোকানপাট বন্ধ ছিল। ক্রেতা–বিক্রেতারা ছিলেন না। শালকুমারহাটে এখন মূলত কলা, করলা, পটল, ঝিঙের মতো বিভিন্ন ফসল বিক্রি হচ্ছে। প্রতি হাটে সাত–আট হাজার মানুষের আনাগোনা হয়। নেপাল, ভুটানের পাইকাররা এখানে আসেন। প্রতি হাটে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি কেনাবেচা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিতোষ রায় বলেন, ‘এখানে বড়ো বাজার না থাকায় কৃষকরা তাঁদের জমির উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য এই সাপ্তাহিক হাটেই নিয়ে আসেন। শস্য বিক্রি করে তাঁরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এখানে বসা দোকানপাট থেকেই কেনেন। ভোটের জেরে গত বৃহস্পতিবার ঠিকমতো হাট হয়নি। আর সোমবার ভোট থাকায় পুরো হাটই মার খায়। কৃষকদের পাশাপাশি শালকুমারহাটের ছোটো–বড়ো ৫০০–রও বেশি ব্যবসায়ীর ব্যবসা নষ্ট হয়েছে।’ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মঙ্গলচন্দ্র রায় বলেন, ‘প্রত্যেক হাটে গড়ে ৫০ লক্ষ টাকার কেনাবেচার হিসাবে গত দুই হাটে প্রায় এককোটি টাকার ব্যবসা হয়নি। বৃহস্পতিবার ভোটগণনার দিনও যদি হাট না জমে তবে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে প্রায় দেড় কোটি টাকা হবে।

ভোটের জেরে জেলাপরিষদের মডেল হাট পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটও মার খেয়েছে। এখানে বুধবার ও শনিবার সাপ্তাহিক হাট বসে। অসম, বিহারের পাইকাররা এই হাটে পণ্য কিনতে আসেন। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, ‘ভোটের কারণে শনিবার হাট জমেনি। ভোট মিটলেও এখনও পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় বুধবারের হাটও ঠিকমতো হবে না। প্রতি হাটে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি কেনাবেচা হয়। গত শনিবার এই ব্যবসা হয়নি। বুধবারও ব্যবসা মার খাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।’

পুনর্নির্বাচনের ডিউটিতে আপত্তি, বিক্ষোভ

দিনহাটা, ১৫ মে ঃ সোমবার পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন দিনহাটা–১ ব্লকের বিভিন্ন বুথে অশান্তির জেরে ভোটকর্মীদের অনেকেই বুধবারের পুনর্নির্বাচনের ডিউটিতে যেতে অস্বীকার করেছেন। এর জেরে সোমবার রাতে দিনহাটা–১ ব্লকের ডিসিআরসিতে বিডিও–কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, সোমবার যেভাবে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন করে সেখানে ভোট নিতে যাওয়ার আর প্রশ্নই ওঠে না।

জানা গিয়েছে, সোমবার দিনহাটা মহকুমার তিনটি ব্লকেই নির্বাচন হয়। এর মধ্যে ভোট শুরুর আগে থেকেই অশান্তি ও গণ্ডগোলের খবর আসতে শুরু করে দিনহাটা–১ ব্লক থেকে। বোমাবাজি থেকে গুলি সবই চলে। এমনকি বুথে ঢুকে তাণ্ডবও চালানো হয়। নিয়ে যাওয়া হয় ব্যালট বাক্স। গোসানিমারি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ওকড়াবাড়ির মুন্সিরহাট পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতীরা এতটাই তাণ্ডব চালায় যে ভোট শেষ হওয়ায় আগেই ভোটকর্মীরা রিসিভিং সেন্টারে চলে আসেন। এই পরিস্থিতি চলতে থাকায় সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া অন্তত ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দিনহাটা–১ ব্লকের ২৩টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেজন্য ভোটের রিজার্ভে থাকা কর্মীদের সেইসব বুথে পাঠানোর পরিকল্পনা নিতেই সোমবার রাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ভোটকর্মীরা। তাঁরা দিনহাটা–১ ব্লকের ডিসিআরসিতে বিডিও–কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। নাম জানাতে অনিচ্ছুক কয়েকজন ভোটকর্মী বলেন, ‘সোমবার যেভাবে গণ্ডগোল হয়েছে, বুধবারও যে গণ্ডগোল হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। তাই আমরা বুধবার ভোটকেন্দ্রে যাব না। আমাদের রিলিজ অর্ডারের দাবি জানাচ্ছি।’ যদিও ঘণ্টাখানেক পর দিনহাটা–১ ব্লকের বিডিও তাঁদের রিলিজ অর্ডার দিয়ে দেন। দিনহাটা–১ ব্লকের বিডিও পার্থ চক্রবর্তী বলেন, ‘ক্লান্ত হওয়ার কারণে তাঁরা হয়তো রিলিজ অর্ডার চাইছিলেন। তাই রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে বুধবারের পুনর্নির্বাচনের জন্য ভোটকর্মীদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনো অসুবিধা নেই। এদিকে, মঙ্গলবার দিনহাটায় নতুন করে কোনো অশান্তির খবর মেলেনি।

ফের ছাপা হল ব্যালট

জলপাইগুড়ি, ১৫ মে ঃ ভোটের পরে আবার ভোট। পুনর্নির্বাচনকে ঘিরেই মঙ্গলবার দিনভর ব্যস্ত রইলেন গণেশ দাস, বিকাশ রায়, ফণি দাস, সুশান্ত দাসরা। পুনর্নিবাাচনের ব্যালট পেপার ছাপার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে নতুনপাড়ার একটি বেসরকারি ছাপাখানায় ব্যালট পেপার ছাপা হয়। প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে ব্যালট পেপারগুলি চলে গিয়েছে রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর এবং মালবাজারের বিডিওদের কাছে। কার্যত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপার জন্য ছাপাখানার ১৬ কর্মীকে দীর্ঘ এক সপ্তাহের বেশি সময়ে ছাপাখানাতেই রাত্রিবাস করতে হয়েছে। জেলার ৫টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। তাই মঙ্গলবারই ছাপাখানাতে পুনরায় ব্যালট পেপার ছাপার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ জারি হবার পর জলপাইগুড়ির নতুনপাড়ার ছাপাখানাটিকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল।

হুমকি উপেক্ষা করে ভোট দেওয়ায় খুন

রায়গঞ্জ, ১৫ মে ঃ মঙ্গলবার সকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রায়গঞ্জ শহরের বোগ্রাম এলাকায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরের দিন সকালে এই মৃতদেহ উদ্ধার হয় ওই এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম গৌর সরকার (৬৮)। তিনি উদয়পুর এলাকার বাসিন্দা। এলাকাবাসীর দাবি, সোমবার ওই এলাকার উদয়পুর পূর্ব শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ভোট ছিল। শাসকদলের হুমকির পরেও ওই ব্যক্তি সবার প্রথমে ভোট দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই হুমকির মুখে পড়তে হয় গৌর সরকারকে। স্থানীয়দের আরও দাবি, এদিন সকালে বাড়ির অদূরে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন গৌর সরকার। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে স্পিনিং মিল লাগোয়া এলাকা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

এদিকে মৃতদেহ উদ্ধারের পরেই খবর দেওয়া হয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশকে। ডিএসপি সদর প্রসাদ প্রধান সহ পুলিশবাহিনী এলাকায় এসে পৌঁছায়। এরপরই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। মৃতদেহ নিয়ে রায়গঞ্জ–বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় ২ ঘণ্টা রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হওয়ার পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিকিতা ফনিং। তাঁরই নির্দেশে নামানো হয় পুলিশ কুকুর দিশাকে। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কুকুর প্রায় ১ কিলোমিটার যাওয়ার পর থমকে যায় ছত্রপুর কলোনি এলাকায়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর মুশলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে সমস্ত প্রমাণ মুছে গিয়েছে। যদিও খুন করার পর দুষ্কৃতীরা কোনদিকে গিয়ে তার দিক কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে পুলিশ কুকুর দিশা।

এদিকে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিকিতা ফনিং দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর এবং দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি মেনে নিলে স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধমুক্ত করেন। রাজ্য সড়ক অবরোধের ফলে প্রায় ৩ ঘণ্টা যানজটের সৃষ্টি হয় রাজ্য সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গৌর সরকার এক সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী ছিলেন। ছেলে বাবাই সরকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মেয়ে লোপা সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এদিন সকালে স্ত্রী সুবর্ণা সরকারকে চা করার কথা বলে বাড়ির অদূরে ফুল তুলতে যান। স্ত্রীকে তিনি বলেন, তুমি চা কর, আমি ফুল তুলে বাড়িতে আসছি। এদিকে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্ত্রী সুবর্ণা সরকার মাঝেমধ্যে মূর্ছা যাচ্ছেন। খবর চাউর হতেই পড়শিরাও ভিড় জমান তাঁর বাড়িতে। এদিন গৌরবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল গ্রামের অনেক মহিলা সান্ত্বনা দিচ্ছেন মৃতের স্ত্রী সুবর্ণা সরকার ও তাঁর মেয়ে লোপা সরকারকে। পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, বোগ্রামে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। এদিন বিকেলে জেলা হাসপাতাল মর্গে গিয়ে দেখা গেল প্রচুর মানুষের ভিড়। প্রত্যেকের একটাই বক্তব্য, এত ভালো লোকটাকে এভাবে খুন হতে হল। গৌরবাবুর দেহে একাধিক জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

এদিকে ইটাহারে তিরবিদ্ধ হলেন এক তৃণমূল সমর্থক। সোমবার রাত ৮টা নাগাদ ইটাহার থানার জয়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়হাট হাইস্কুলে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন এক তৃণমূল সমর্থক। আচমকাই একদল দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ করে একের পর এক তির মারতে শুরু করে। তিরবিদ্ধ হন জালালউদ্দিন মহম্মদ (৫৫)। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। রাত ২টা পর্যন্ত চলে তাঁর অস্ত্রোপচার। এদিকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরোনোর পর প্রতিবেদককে কর্তব্যরত চিকিৎসক অরূপ দত্ত বলেন, ‘ক্ষুদ্রান্ত ও ডিওডিনামে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।’ এদিন দুপুরে ইটাহারের বিধায়ক অমল আচার্য ওই তিরবিদ্ধ তৃণমূল কর্মীকে দেখতে আসেন। যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন ওই পরিবারকে। এদিকে জয়হাট এলাকায় তিরবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে জেলা পুলিশের কর্তারা। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে জখম জালালুদ্দিন মহম্মদের স্ত্রী সাবিনা বিবি বলেন, আমার স্বামী তৃণমূল সমর্থক, সোমবার ভোট দিতে লাইনে দাঁড়ায়। আচমকাই আমার স্বামীর ওপর তিরধনুক নিয়ে হামলা চালায় বিজেপির দুষ্কৃতীরা। যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি নির্মল দাম বলেন, এই ঘটনায় আমাদের দলের কেউ যুক্ত নয়। তৃণমূলের জেলা নেতা অরিন্দম সরকার বলেন, জালালুদ্দিন মহম্মদ তৃণমূলের সমর্থক। হামলা চালিয়েছে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঝড়ের আগে ।। মালবাজারে বিদেশ বসুর ক্যামেরায়।

কালিয়াচকে গুলি, বোমায় মৃত দুই

শাসক–বিরোধী চাপানউতোর

কালিয়াচক, ১৫ মে ঃ কালিয়াচকে ভোটের বলি ২। সোমবার বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস–তৃণমূলের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সানাউল্লা মিয়াঁর (৩৫)। তিনি তাদের দলের সমর্থক বলে দাবি তৃণমূলের। অন্যদিকে, গত ১৩ মে বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে গুরুতর জখম জীবন মণ্ডলের (২৬) মৃত্যু হয় এদিন। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের আকন্দবেড়িয়া গ্রামে। জীবন মণ্ডলের চিকিৎসা চলছিল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মঙ্গলবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। তৃণমূলের বক্তব্য, বোমা ফেটে মৃত যুবক বিজেপি কর্মী। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব তা অস্বীকার করেছে।

সানাউল্লা মিয়াঁ (৩৫)–র বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার সাহাবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাগজান–গোলাবাড়ি গ্রামে। তাঁর পিঠে গুলি লাগে। অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ভোট চলাকালীন দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি ও বোমাবাজি হয়। বোমার আঘাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। গুলিবিদ্ধ হয় একজন। আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গুলিবিদ্ধ সানাউল্লা মিয়াঁকে মালদা নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এই এলাকা। খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দু’পক্ষ পুলিশের ওপরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। পরে ভোটকর্মীদের সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। গোলাবাড়ি–ভাগজান সহ মালতীপুর, ঝুনঝুনিয়া এলাকার সাধারণ মানুষ ব্যাপক আতঙ্কে রয়েছেন। পুলিশি টহলদারি থাকলেও দু’পক্ষের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। এদিকে, মৃত সানাউল্লা মিয়াঁকে তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করা হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনীর হাতে একজন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। সেই সঙ্গে কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বোমার আঘাতে জখম হয়েছেন। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা সারিয়াতুল ইসলাম বলেন, ওই এলাকায় প্রায় চারটি বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল তৃণমূল বাহিনী। কংগ্রেস কর্মীরা বাধা দিতে গেলে তাঁদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূলের ভাড়াটে গুন্ডারা। তিনি গুলি ও বোমাবাজি করার কথা অস্বীকার করে বলেন, এলাকার সাধারণ কংগ্রেসের কর্মীদের পক্ষ থেকে বোমা বা গুলি চালানো হয়নি। বৈষ্ণবনগর থানার আইসি সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, বুথ দখলকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩–৪ জন। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, কংগ্রেসের বোমাবাজি ও গোলাগুলিতে জখম হয়েছে আরও চারজন। সেই সঙ্গে তিনজন তৃণমূল কর্মীকে রাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, গোলাবাড়ি, মালতীপুর ও ঝুনঝুনিয়া এলাকায় প্রায় চারটি বুথ দখল করে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট মারছিল তৃণমূলের বাহিনী। বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কংগ্রেস কর্মীরা বাধা দিতে গেলে ওই বাহিনী তাঁদের ওপর হামলা চালায়। শুরু হয়ে যায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ। আরও অভিযোগ, রাস্তার দুদিক থেকে দু’পক্ষ বোমাবাজি শুরু করে। ১০০–র বেশি বোমা ফাটানো হয় বলে অভিযোগ। তার মধ্যেই নাকি তৃণমূলের লোকজন বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বৈষ্ণবনগর থানা থেকে আইসির নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেই সময়ও নাকি মালতীপুর বুথে ও গোলাবাড়ি বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়া চলছিল। পুলিশ বুথে গিয়ে সকলকেই বেরিয়ে যেতে বললে তৃণমূলের লোকজন পুলিশের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে বুথ খালি করে দেয়। বুথ থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলের লোকজন পুলিশের ওপর ফের হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ফলে পুলিশ শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে গুলি চালানোর বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে।

এদিকে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই গোলাবাড়ি, মালতীপুর এলাকায় দু’পক্ষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। এদিন মৃত সানাউল্লা মিয়াঁর বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতের একটি আড়াই বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। মৃতের স্ত্রী মেরিনা বিবি বলেন, আমার স্বামী ভোট দিতে গিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বোমাবাজি ও গোলাগুলির মধ্যে পড়ে খুন হয়েছে। তিনি বলেন, আমার স্বামীর খুনিদের যথাযথ শাস্তির দাবি করছি।

নির্বাচন শেষে ব্যালট জমা করলেন ভোটকর্মীরা

মালবাজার ব্যুরো, ১৫ মে ঃ একদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বহু আসনে বিকেল ৪টের মধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের জন্য হওয়া ভোটপর্ব শেষ হয়েছে। আবার বহু জায়গায় ভোট প্রক্রিয়া গড়িয়েছে গভীর রাত পর্যন্ত। অবশ্য নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করে মঙ্গলবার সকালে ব্যালট বাক্স জমা করেছেন ভোটকর্মীরা। মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি জুড়ে একই চিত্র ছিল। এদিকে, মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১১৫ বুথে আইসিডি সেন্টারে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনার জেরে স্থগিত হয়ে যাওয়া ভোট বুধবার হবে। এর জন্য সমস্ত প্রস্তুতি শেষ বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। কোথাও রাত ১০টা, আবার কোথাও রাত ২টো পর্যন্ত ভোট প্রক্রিয়া চলে মাল মহকুমা ও ধূপগুড়ি ব্লকের বহু বুথে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই ভোট প্রক্রিয়ার জন্য ভোটাররা ভোটকর্মীদেরই দায়ী করেছেন। আবার ভোটকর্মীদের বক্তব্য, ত্রিস্তরীয় নির্বাচনের জন্য এই দীর্ঘসময় লেগেছে। জানা গিয়েছে, মাল ব্লকের ক্রান্তির উত্তর সারিপাকুড়ির ২০/১১২ নম্বর বুথে রাত দেড়টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব চলে। একই চিত্র ছিল ধূপগুড়ি ব্লকের গয়েরকাটার ১৪/২০৮ নম্বর বুথেও। এছাড়াও মেটেলি এবং নাগরাকাটার বহু বুথে রাত ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব চলেছে। সূত্রের খবর, মেটেলি ব্লকে ৮০.১৪%, মাল ব্লকে ৭৯.৭০%, নাগরাকাটা ব্লকে ৭৮.১৪% এবং ধূপগুড়ি ব্লকে ৮৩.৭৭% ভোট পড়েছে। নাগরাকাটা ব্লকের সমস্ত ব্যালট পেপার সহ ব্যালট বাক্স নাগরাকাটা হাইস্কুলের স্ট্রংরুমে, মেটেলি ব্লকের ব্যালট পেপার সহ ব্যালট বাক্স মাল পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ের স্ট্রংরুমে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, মাল ও ধূপগুড়ির ব্যালট পেপার সহ ব্যালট বাক্স যথাক্রমে মাল সুভাষিণী হাইস্কুল ও গয়েরকাটা হাইস্কুলের স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রেই বৃহস্পতিবার গণনা হবে।

এদিকে, মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০/১১৫ বুথে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনার জেরে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। এই কেন্দ্রে বুধবার পুনরায় ভোটগ্রহণ হবে বলে জানিয়েছেন মালের মহকুমাশাসক তথা মহকুমা রিটার্নিং অফিসার সিয়াদ এন। সোমবার ভোট চলাকালীন ওই বুথে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যালট পেপার ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট হয়। এতে আহত হওয়া দুই তৃণমূল সমর্থককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করেন। এদিকে, ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনা স্থানীয় প্রিসাইডিং অফিসারের তরফে প্রশাসনকে জানানো হয়। তারপরই ওই কেন্দ্রে ভোট প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেওয়া হয়। সেখানে বুধবার পুনরায় ভোট হবে। ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান সিয়াদ এন।

মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

ধূপগুড়ি, ১৫ মে ঃ জীবিত কর্মীকে মৃত বলে দাবি করে উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিপাড়া এলাকায়। ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের কাছে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

কাজিপাড়া এলাকায় রবিবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় উভয়পক্ষের তিনজন আহতও হন। তাঁদের ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। আহত বিজেপি কর্মী প্রমোদ রায়ের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে ধূপগুড়িজুড়ে খবর চাউর হয়ে যায় যে মারা গিয়েছেন প্রমোদবাবু। খবর পেয়ে এলাকায় যান ধূপগুড়ি থানার জোন অফিসার ও পুলিশকর্মীরা। হাসপাতালে খবর নিয়ে পুলিশ নিশ্চিত হয় মৃত্যুর খবর ভুয়ো ছিল। কেউ উত্তেজনা ছড়াতেই এই ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক রাজেশ সিং বলেন, ‘জীবিত মানুষকে মৃত বলে চালাতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। এর জেরে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। বিজেপি বারবার অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের কাছেও এই অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপির জেলা সম্পাদক আগুন রায় বলেন, ‘বিজেপি ধূপগুড়িতে কোনো কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেনি। কে বা কারা এই ধরনের খবর চাউর করেছে সেটা আমার জানা নেই।’

ধূপগুড়ি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, ‘ধূপগুড়িতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভোটকে কেন্দ্র করে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। প্রতিটি গ্রামাঞ্চলেই পুলিশ টহলদারি চালাচ্ছে। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।’